নি উ ই য় র্ক

এইতো প্রবাস জীবন

নিজের পরিবার পরিজন, স্বদেশ ছেড়ে আজ আমরা প্রবাসী। এখানে দিন আসে দিন যায়। কেউ জানতে চায় না কেমন আছি। এই তো প্রবাস জীবন...

লিখেছেন ব্রুকলিন থেকে **গীতি**

মাঝে মাঝেই ভাবি, কেমন আছি আমি? ভালো, না মোটামুটি ভালো, নাকি মোটেও ভালো না।

যে বয়স থেকে মেয়েদের মনের ভেতর বিয়ে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়, সেই তখন থেকেই আমি নিশ্চিত জানতাম, আর যাই করি, বিদেশে বিয়ে করবো না। ঢাকাতে ছিলো প্রচুর ব্যস্ততা, পড়ালেখা, চাকরি, বন্ধুদের সাথে আড্ডা, আত্মীয় বাড়ি, ঈদ, নববর্ষ, ২১, ১৬, জন্মদিন, বিয়ে, নিউ মার্কেট, আড়ং, ক্রিসেন্ট লেক... কত...কত ব্যস্ততা। আর প্রাণপ্রিয় মা-বাবা, ভাই-বোন তো ছিলোই। আরও ছিলো আমার একজন কলম-বন্ধু। যার প্রতি মাসে অন্তত ১টা করে চিঠি তো আসতোই আমার নামে, সুদূর আমেরিকা থেকে। তখন জীবন ছিলো আনন্দে পরিপূর্ণ। জীবনকে আমি প্রচন্ডভাবে এনজয় করতে শিখেছিলাম। আমি জানতাম, জীবন সবাইকে সব কিছু দেয় না, জীবন থেকে আদায় করে নিতে হয়। মানুষের ভালোবাসা আমি পেয়েছিলাম নিঃস্বার্থভাবে। তারপর...হঠাৎ করেই '৯৫-এ বিয়ে এবং '৯৬-এ ইউএসএ চলে আসা। জীবনে যা কখনই ভাবিনি। তখন আমার প্রিয় মানুষটি ছাড়া কোনো বোধই বোধ হয় কাজ করছিলো না। সমস্ত পিছুটান ফেলে চলে এলাম এই উন্নত বিশ্বে। দেখতে দেখতে ৫ বছর পূর্ণ হলো। মাঝে '৯৮তে দেশে গিয়েছিলাম ১ মাসের জন্য, সাড়ে ছয় মাসের সন্তানকে নিয়ে। ২৬টা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেলো... একটুও টের পাইনি। আরও তিন বছর পার হলো। ইদানীং বড্ড ক্লান্ত লাগে। না, বাইরে কোথাও কাজ, চাকরি করি না। সকালে উঠে স্বামীকে অফিসে পাঠানো, ছেলের নাস্তা, দুপুরের রান্না, বাজার লিস্ট করা, লন্ড্রোমেটে গিয়ে ২ সপ্তাহের কাপড় লন্ড্রি করা, অথবা ছেলেকে সাথে নিয়ে Mall-এ যাওয়া, পার্কে নিয়ে যাওয়া, সিবিচে নিয়ে যাওয়া, অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে, কখনো কখনো ক্লান্ত দুপুরে ভিডিওতে নাটক-সিনেমা দেখা বা প্রিয়জনদের কাছে চিঠি লেখা, এখানকার বন্ধুদের সাথে ফোনে আড্ডা দেয়া...সব মিলিয়ে এখানে কেটে যায় ব্যস্ততায়। কিন্তু কেন যেন প্রাণ পাই না কিছুতেই। এই দেশে অনেক কিছুই ভালো কিন্তু আন্তরিকতার সুর যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। এখানে হুট করে কেউ কারো বাসায় যায় না, অন্তত ১ সপ্তাহের আগাম নোটিশ দিতে হবে আছি কি নেই! বছরের পর বছর নিজের রান্না খেতে খেতে মুখ পচে গিয়েছে। হাত ভর্তি কাচের চুড়ি, কপালে নকশা করা টিপ, হাতে মেহেদি, পায়ে আলতা...কত দিন পরি না। কখনো কোনো কারণে মন খারাপ হলে এখানে কেউ এসে মাথায় হাত রেখে বলে না... কি রে মা, কি হয়েছে? দেশের কথা ভীষণ মনে পড়ে, সুখে-দুঃখে সবাই একসাথে যখন শুনি কারো বিয়ে, কারো নতুন বাচ্চা বা সবাই মিলে দূরে কোথাও বেড়াতে গেলো বা বিদেশ থেকে দেশে গেলো, তখন নিজেকে আরও ভীষণ একা লাগে। জীবন তো কোথাও কারো জন্য থেমে থাকে না। তাদের জীবন তারা যাপন করবেই...শুধু আমি নেই সেখানে।

ভাবি, দেশে থাকলে জীবনটা অন্যরকম হতো, NGO'র চাকরিটা ছাড়তাম না, প্রাণপ্রিয় মা'র ভালোবাসার স্পর্শে যখন তখন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতাম, আমার সেই পত্রবন্ধুর অতুলনীয় চিঠি আমার বিষণ্ণতাকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যেতো। ফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিতাম...এই উন্নত বিশ্বের দেশে এসে অনুন্নত দেশের কত আনন্দ প্রাচুর্যকে হারাতে হয়েছে। হয়তো যানজট, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বা লোডশেডিং-এ অতিষ্ঠ হতাম...তবুও...তবুও নিজেকে এভাবে একা লাগতো না। এখানে স্বামী-সন্তান নিয়ে আমার ছোট্ট সোনার সংসার...তবুও ফেলে আসা প্রিয়জনদের জন্য, পরিচিত পরিবেশের জন্য নিজেকে বড় একা লাগে। আমার মত মানুষ-পাগল মানুষদের জন্য একাকীত্বের শাস্তি বড় কঠিন শাস্তি।

জা র্মা ন

এক সকালে শাহরুখ...

আমার ঠিক চোখের সামনেই শাহরুখ খান। যথারীতি মিষ্টি হাসি। আমি সত্যি বিস্মিত...

একদিন সকালে আনুমানিক ১০টায় লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে ঘুম ঘুম চোখে বসে আছি। ঘুম থেকে মুক্তির আশায় বাথরুমে প্রবেশ করে দাঁত-মুখ ধুয়ে হাঁটি হাঁটি পা-পা ফেলে সুসজ্জিত দোকানে প্রবেশ করলাম। উদ্দেশ্য সময় কাটানো। কাচের ভেতরে সাজানো মোবাইল দেখছি। চোখ পড়ল সামনের লোকটির দিকে। আমি অবাক ও বিস্মিত হলাম। অগ্রসর হয়ে হাত বাড়িয়ে বললাম— আমি ক্ষমাপ্রার্থী, আপনি নিশ্চয়ই মুম্বাই সিনেমা জগতের সুপারস্টার শাহরুখ খান? মুচকি হেসে নাটকীয়ভাবেই উত্তর দিলেন, আপনার ধারণা সঠিক। কুশলাদি বিনিময়ের পর্যায়ে জানতে চাইলাম এত সকালে এখানে কেন। জানালো শুটিং উপলক্ষে লন্ডন আগমন।

আমি আপনার সাথে কি একটি ছবি তুলতে পারি?

অহমিকাহীন সুপারস্টার বললেন, Why Not?

বাংলাদেশকে জানেন?

উত্তরে জানালেন, কখনো যাইনি, সহসা যাবার মত সময় -সুযোগ নেই, তবে ভবিষ্যতের কথা জানি না। একটা টেলিভিশন ম্যাগাজিনের কথা বলেছিলাম। তবে নামটি মনে পড়েছে না। আমি বললাম 'ইত্যাদি'। লক্ষ্য করলাম ছবির চরিত্রের মতই বাস্তব জীবনেও খুব তাড়াতাড়ি কথা বলেন। আলাপে মগ্ন কেউ লক্ষ্য করিনি যে আমরা শাহরুখ ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাচ্ছি। শাহরুখ খান বললেন, আর থাকা যায় না। ধন্যবাদ, আবার দেখা হবে। আমাকে প্রতি উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই আড়ালে চলে গেলেন। ভালোলাগার একটা আমেজে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। ভাবলাম, সত্যিই কি আবার দেখা হবে? গোলাকৃতি পৃথিবীতে হয়তো দেখাও হতে পারে আবার এই কালজয়ী অভিনেতার সাথে।

হঠাৎ করেই দেখা হয়েছিল জনপ্রিয় তারকা শাহরুখের সাথে

Mamun, Ludwig Str-137, 63456 Hanau Steinheim, Germany

টো কি ও

আন্তর্জাতিক কার্টুন প্রতিযোগিতা

প্রতিবছরের মত এ বছরও জাপানের ইওমিউরী নামক দৈনিক পত্রিকাটি তাদের কার্টুন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। বাংলাদেশী প্রতিযোগীরাও এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন

জাপানের দৈনিক ইওমিউরী প্রতি-বছরের মত এবার তাদের ২৩তম আন্তর্জাতিক কার্টুন প্রতিযোগিতার জন্য জাপান এবং সারা বিশ্বের পেশাদার ও সৌখিন কার্টুনিস্টদের কাছ থেকে কার্টুন আহ্বান করছে। কার্টুন আঁকিয়েদের কাছে এই প্রতিযোগিতা হাসির অলিম্পিক (Laughter Olympic) হিসেবে খ্যাত বিধায় আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ। গত বছর সারাবিশ্বের প্রায় একশ’ দেশের পনেরো হাজার প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। বাংলাদেশের কার্টুনিস্টরা এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন। শ্রেষ্ঠ কার্টুনিস্ট গ্রান্ডপ্রাইজ হিসেবে পাবেন প্রায় ২০ হাজার ডলারের সমমানের জাপানি ইয়েন। রানার্স আপ পাবেন ১৫ হাজার ডলার। গোল্ডেন প্রাইজ হিসেবে ৫ হাজার ডলারের দুটো পুরস্কার থাকবে বিষয়ভিত্তিক ও সাধারণ বিভাগে। ২ হাজার ডলারের পাঁচটি পুরস্কার থাকবে নির্বাচকদের অনুমোদনে– এছাড়াও ১ হাজার ডলারের কুড়িটি নির্বাচিত পুরস্কার। প্রতিযোগিতা নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক অথবা ‘উন্মুক্ত’ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। বিষয় হিসেবে এ বছরের থিম হচ্ছে ‘Encounter’– মুখোমুখি। মানুষ অনেকভাবেই মুখোমুখি হয়– জনগণের মুখোমুখি, সংস্কৃতির, জীবন চারণের, অদেখা ভুবনের মুখোমুখি– এই মুখোমুখি হওয়া কখনও নিজের সঙ্গে, কখনও আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে। প্রতিযোগীরা নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক অথবা উন্মুক্ত বিষয়ের ওপর কার্টুন পাঠাতে পারেন। সর্বোচ্চ তিনটি। A3 পরিমাপের (২৯৭ মিমি ৪২০ মিমি) সাদা কাগজে কার্টুন আঁকতে হবে। যে কোনো Layout, স্টাইল ও রংতুলি পেন্সিল যে কোনো ফর্মে। কার্টুনের উল্টোদিকে থিম ভিত্তিক কিংবা উন্মুক্ত বিষয়ভিত্তিক কিনা তা উল্লেখ করতে হবে। এটি সাধারণ বিভাগে নাকি জুনিয়র বিভাগে (সর্বোচ্চ ১৫ বছর) তা উল্লেখ করতে হবে। কার্টুনটির টাইটেল, নিজের নাম, পূর্ণ ঠিকানা, জন্ম তারিখ, জাতীয়তা, পুরুষ অথবা মহিলা, পেশা, টেলিফোন উল্লেখ করতে হবে। একই প্রতিযোগী গত বছর যদি অংশগ্রহণ করে থাকেন তবে তার কোড নং উল্লেখ করতে হবে। নিজের নাম প্রকাশে আগ্রহী না হলে ছদ্ম নাম ব্যবহার করতে পারেন। ৫ অক্টোবরের মধ্যেই কার্টুনগুলো পৌঁছতে হবে। কার্টুন পাঠানো এবং যে কোনো বিষয় জানতে চেয়ে International return coupon সহ যোগাযোগের ঠিকানা–

The 23rd Yomiuri International Cortoon Contest
The Yomiuri Shimbun, 1-7-1 Otemachi
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8055, Japan
Tel : 03-3217-9982, 03-3242-1111
Fax : 03-3216-4145, http://www.yomiuri.co.jp/daily

ইনসানুল হক, insan@manchitro.net

ম ক্কা

গ্রিনিজ রেকর্ডস

বেনজামিন কেবল তার বয়সের জন্য গ্রিনিজে নাম লেখাননি। বিশ্বের অধিক সংখ্যক দেশের সঙ্গে টেলিফোনে সংলাপ বিনিময়ের জন্যও তিনি রেকর্ড গড়েছেন

বেনজামিন হেরিসন হোলকমব (১১০)। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বৃদ্ধ মানুষ হিসেবে সম্প্রতি তার নাম স্থান পেয়েছে গ্রিনিজ বুকসে। ১৮৮৯ সালের ৩ জুলাই তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শতাব্দীর দেখা পাচ্ছেন এই নিয়ে। আজন্ম অধুমপায়ী বেনজামিন হেরিসন বর্তমানে তার পাঁচ প্রজন্মকে দেখতে পাচ্ছেন।

বেনজামিন হেরিসন ব্যক্তিগত জীবনে তিনবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন। প্রথম দুই স্ত্রীকে তালাক দেন নিজে। তৃতীয় এবং শেষ স্ত্রী মারা যান। শুধুমাত্র দীর্ঘজীবী হিসেবে গ্রিনিজ বুকসে তার নাম নয়। অন্য একটি রেকর্ড রয়েছে বর্তমান বিশ্বের প্রায় শতাধিক দেশের সঙ্গে তার টেলিফোন সংলাপনের জন্য। তিনি প্রতিনিয়ত নার্সিং হোমে যাতায়াত করেন দুঃস্থদের দেখার জন্য। বেনজামিনের বাবা ৫০ বছর বয়সে

বিশ্বের সবচেয়ে বৃদ্ধ মানুষ বেনজামিন (১১০)

তাকে মাত্র ৬ বছর অবস্থানে রেখে মারা যান। তিনি তার মায়ের তত্ত্বাবধানেই বড় হয়েছেন। কাজকে প্রতিনিয়ত ভালোবাসেন তিনি। এই বৃদ্ধ বয়সেও হুইল চেয়ারে করে তিনি তার পারিবারিক খামারটি দেখাশোনার কাজ করে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তার দুই ছেলে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আর তিনি নিজে একটি মিলিটারি হাসপাতালের রান্নার কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গত ৩ জুলাই তিনি ১১১তম জন্মদিন পালন করবেন ব্যতিক্রমী হিসেবে।

আলহাজ জিয়া উদ্দিন মাহমুদ মিঠু
Holy Makkah, K.S.A

ফ্রা ঃ ঙ্ক ঃ ফু ঃ র্ট

প্রসঙ্গ: পলিমার নোট

একই বিশ্বে কত বৈচিত্র্য। রীতি-নীতি, স্টাইল, নোটের ক্ষেত্রেও রয়েছে সেই ভিন্নতা। অস্ট্রেলিয়া আর জার্মানি...

সাপ্তাহিক ২০০০-এর বর্ষ ৪, সংখ্যা ১১-এ সিডনি থেকে 'পলিমার নোটের কথা' শিরোনামে লেখাটি পড়ে জানতে পারলাম সম্প্রতি বাংলাদেশের দশ টাকার নোটটি অস্ট্রেলিয়ার টাকশালে তৈরি এবং এ ধরনের পাতলা প্লাস্টিকের আংশিক স্বচ্ছ নোটগুলোকে পলিমার নোট বলা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় কেনাকাটা এবং বাড়ি ভাড়া প্রদান করার জন্য যে নগদ ব্যাংক নোটই একমাত্র ভরসা, তাও লেখাটি পড়েই জানতে পারলাম। এখানে জার্মানির মুদ্রা জার্মান মার্ক (ডয়েট্চে মার্ক)-এর নোটগুলো এবং অস্ট্রেলিয়ার সাথে জার্মানির দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় লেনদেনের পদ্ধতির একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ ২০০০-এর পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি। জার্মান মার্কের নোটগুলো কাগজেরই তৈরি, পলিমার নয়। মাছের বাজারে কাগজের নোট ভিজে নষ্ট হয়ে যায়, বাংলাদেশ বা সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ায় এই ধারণা প্রচলিত থাকলেও জার্মানিতে এই ধারণা অচল। জার্মান নোটগুলোর প্রায় সবগুলোর গায়ে ছোট একটি নিরাপত্তাসূচক চকচকে হলোগ্রাম থাকে, যা নোটটিকে জাল হওয়া থেকে রক্ষা করে। এদেশে নগদ অর্থের অর্থাৎ ব্যাংক নোটের প্রচলন খুবই সীমিত, তাই নোটগুলো থাকে সব সময়ই ঝকঝকে। বেতনের অর্থ হাতে হাতে নয়, মাস শেষে চলে আসে ব্যাংক-এর চলতি হিসাব নম্বরে। এখানে লোকজন কেনাকাটা করে ব্যাংক থেকে প্রদত্ত বিভিন্ন রকম ক্রেডিট কার্ড-এর মাধ্যমে। ভিসা কার্ড, মাস্টার কার্ড, ইসি কার্ড ইত্যাদি। নগদ টাকার বালাই নেই। নিয়োগকর্তা কর্তৃক সম্পূর্ণ বেতন থেকে স্বাস্থ্যবীমা, সেবাবীমা, বেকারত্ববীমা ও পেনশনবীমার মাসিক চাঁদা, গির্জার কর, জার্মান পূনঃএকত্রি-করণ কর ইত্যাদির মাসিক চাঁদা এবং সর্বোপরি আয়কর কেটে রেখে যে টাকাটা কর্মগ্রহীতার একাউন্টে পাঠানো হয়, তাই কর্মগ্রহীতার প্রকৃত আয়। বেতন একাউন্টে জমা হবার সাথে সাথেই বাড়ি ভাড়া, টেলিফোন বিল, টেলিভিশন বিল এবং ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কেনাকাটার বিল ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয়-ভাবেই ব্যাংক-এর চলতি হিসাব নম্বর থেকে চলে যায়। যে কোনো ধরনের আর্থিক জরিমানা, কোনো পরীক্ষার ফি, কিস্তির টাকা ইত্যাদি টেলিফোন বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এর সাহায্যে নিমিষেই প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রেও নগদ অর্থ উত্তোলন বা প্রদানের প্রয়োজন হয় না। একাউন্টে কত টাকা এলো, কত টাকা চলে গেল, তা জানার জন্য ব্যাংকে লাইন দিতে হয় না। মেশিনই তা বলে দেয়। মাস যায়, বছর যায়, টাকা যেভাবে ব্যাংকে আসে, সেভাবেই ব্যাংক থেকে চলে যায়। নগদ অর্থ আর চোখে দেখা হয়ে ওঠে না। কর্মগ্রহীতার কাজ শুধু খেয়াল রাখা, মেশিন ঠিকভাবে হিসাব করছে কি না। এদেশে অবৈধভাবে থাকা যদিও প্রায় অসম্ভব, তথাপি গুটিকয়েক লোক যারা এদেশে অবৈধভাবে থেকে ভারতীয় রেস্টুরেন্টে অবৈধভাবে কাজ করছেন, তাদের সব কিছুই হয় নগদে নগদে। এমনকি তাদের বাড়ি ভাড়াও দিতে হয় দু'সপ্তাহ পর পর এবং তা অবশ্যই নগদ। অবাক লাগে একই বিশ্বে কত বৈচিত্র্য।

M.Ismail Hossain (Babu)
Friedberger Anlage 3 , 60314 Frankfurt , Germany

টো ঃ কি ঃ ও

দু'হাজার বছরের পুরনো মস্তিষ্ক

এগিয়ে চলেছে প্রত্নতাত্ত্বিক বিজ্ঞান। মানুষ তার আদিম চেহারা, অস্তিত্ব আর পরিচয় জানতে চেষ্টা চালাচ্ছে প্রতিনিয়ত

মানবদেহে মস্তিষ্কই বুদ্ধি ও অনুভূতির আধার। সম্প্রতি জাপানের Tottori Ken-এর আওয়াগামীজি স্থানে মাটি খনন করতে যেয়ে একটি অকৃত্রিম মস্তিষ্কের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই মগজ বা কথ্য বাংলায় 'ঘিলু'টি বেশ সংরক্ষিত অবস্থায় ছিল ধারণা করা হচ্ছে। এই 'মগজটি' সংরক্ষণের অভিপ্রায়েই রাখা হয়েছিল– কেননা মাটির নিচের আর্দ্রতা ভূমির চাপ প্রতিটি ছিল সংরক্ষণের জন্য সহায়ক মাত্রায় ফলপ্রসূ, তা এখনও অপরিবর্তিত এবং বিবর্ণহীন অবস্থায় আছে। প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে এটি প্রায় ২০০০ বছরের পুরনো। এখানে সর্বমোট তিনজন মানুষের মগজের সমষ্টি বলে অনুমিত– দুটো 'মগজ' খুবই ভালো অবস্থায়, অন্যটি বিবর্তিত হয়ে গেছে। অপরিবর্তিত একটি মগজের ওজন ২৩০ গ্রাম তা পুরুষের

দু'হাজার বছরের পুরনো মস্তিষ্কের নমুনা

বলে ধারণা করা হয়। অপরটির ওজন ৩০০ গ্রাম যা মহিলার। উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালে আমেরিকায় প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছরের পুরনো মগজের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। ডিএনএ রিপোর্টে এটাই পৃথিবীর সর্ব প্রথম আবিষ্কার। অপরিবর্তিত মগজটি নিয়ে এখন প্রচুর ডিএনএ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কেননা জাপানি বিজ্ঞানীরা আর একটি কৌতূহলমূলক তথ্য উদ্‌ঘাটনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করছেন। কেননা চীনে অবস্থিত কয়েক হাজার বছরের পুরনো মানুষের হাড়ের সাথে এই মগজটির ডিএনএ-এর পরীক্ষার মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেটা সত্য হলে প্রমাণিত হবে হয়তো বা জাপানিদের পূর্ব পুরুষরা চীনাদের সমগোত্রীয়। এপ্রিলের ২৪ তারিখ থেকে এই মগজটি Tottori বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরিতে সাধারণের জন্য প্রদর্শিত হচ্ছে।

A.R Masud Boby
E-mail : amb.bd@docomo.ne.tp